G20 and India

১. ভূমিকা (Introduction)

G20 হলো বিশ্বের বড় অর্থনীতির দেশগুলির একটি আন্তর্জাতিক মঞ্চ। এখানে বিভিন্ন দেশ একসঙ্গে বসে বিশ্ব অর্থনীতি, বাণিজ্য, জলবায়ু পরিবর্তন, উন্নয়ন ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক সমস্যা নিয়ে আলোচনা করে।

- প্রতিষ্ঠা: ১৯৯৯ সালে।
- প্রতিষ্ঠার কারণ: এশিয়ার আর্থিক সংকটের পর বিশ্ব অর্থনীতিকে স্থিতিশীল করা।
- ২০০৮ সাল: বিশ্ব আর্থিক সংকটের পর রাষ্ট্রপ্রধানদের স্তরে সম্মেলন শুরু হয়।
- বর্তমান সদস্য: ১৯টি দেশ, ইউরোপীয় ইউনিয়ন (EU) এবং আফ্রিকান ইউনিয়ন (AU)—মোট ২১ জন সদস্য।
- বিশ্ব অর্থনীতিতে অবদান: বিশ্ব GDP-র প্রায় ৮৫%, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রায় ৭৫% এবং বিশ্বের প্রায় দুই তৃতীয়াংশ জনসংখ্যার প্রতিনিধিত্ব করে।

ভারতের কাছে G20-এর গুরুত্ব: ভারত এই মঞ্চের মাধ্যমে উন্নয়নশীল দেশগুলির সমস্যা তুলে ধরে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বাড়ায় এবং বিশ্বরাজনীতিতে নিজের ভূমিকা শক্তিশালী করে।

২. G20-এর ইতিহাস ও গঠন (Evolution and Structure)

G20 কীভাবে গড়ে উঠল?

- ১৯৯৯: এশিয়ার আর্থিক সংকটের পর G20 প্রতিষ্ঠিত হয়।
- ২০০৮: বিশ্ব আর্থিক সংকটের কারণে রাষ্ট্রপ্রধানদের অংশগ্রহণ শুরু হয়।
- ২০০৯: পিটসবার্গ সম্মেলনে G20-কে আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সহযোগিতার প্রধান মঞ্চ হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়।
- ২০২৩: ভারতের সভাপতিত্বের সময় আফ্রিকান ইউনিয়ন স্থায়ী সদস্য হয়।

G20-এর প্রধান আলোচ্য বিষয়

- বিশ্ব অর্থনীতি ও বাণিজ্য।
- জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশ রক্ষা।
- খাদ্য ও জ্বালানি নিরাপত্তা।
- ডিজিটাল প্রযুক্তি ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI)।
- স্বাস্থ্য ও শিক্ষা।
- দারিদ্র্য দূরীকরণ ও টেকসই উন্নয়ন।
- আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির সংস্কার।

G20-এর সদস্য দেশ

১৯টি দেশের মধ্যে রয়েছে ভারত, যুক্তরাষ্ট্র, চীন, রাশিয়া, জাপান, ব্রাজিল, দক্ষিণ আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালি, ইন্দোনেশিয়া, মেক্সিকো, আর্জেন্টিনা, সৌদি আরব, তুরস্ক, দক্ষিণ কোরিয়া এবং যুক্তরাজ্য।

এছাড়া দুটি আঞ্চলিক সংস্থা হলো:

- ইউরোপীয় ইউনিয়ন (EU)।
- আফ্রিকান ইউনিয়ন (AU)।

G20-এর কাঠামো

১. সভাপতিত্ব (Presidency): প্রতি বছর একজন সদস্য দেশ সভাপতিত্ব করে। সেই দেশ বৈঠক আয়োজন করে এবং আলোচনার বিষয় নির্ধারণে নেতৃত্ব দেয়।

২. ট্রয়কা ব্যবস্থা (Troika System): আগের, বর্তমান ও পরবর্তী সভাপতিত্বকারী দেশ একসঙ্গে কাজ করে, যাতে কাজের ধারাবাহিকতা বজায় থাকে।

৩. Sherpa Track: কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবেশ, কর্মসংস্থান ও ডিজিটাল প্রযুক্তি নিয়ে আলোচনা করে।

৪. Finance Track: অর্থমন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নররা বিশ্ব অর্থনীতি, ঋণ, করব্যবস্থা ও আর্থিক স্থিতিশীলতা নিয়ে আলোচনা করেন।

৫. Engagement Groups: ব্যবসায়ী, যুবসমাজ, নারী, শ্রমিক, গবেষক ও নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিরা বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ দেন।

G20-এর স্থায়ী সচিবালয় নেই এবং এর সিদ্ধান্তগুলি আইনত বাধ্যতামূলক নয়। সাধারণত সদস্যদের ঐকমত্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

৩. ভারতের G20 সভাপতিত্ব (২০২৩): প্রধান সাফল্য

ভারত ২০২৩ সালে G20-এর সভাপতিত্ব করে। এর মূল বিষয় ছিল "বসুধৈব কুটুম্বকম"—এক পৃথিবী, এক পরিবার, এক ভবিষ্যৎ (One Earth, One Family, One Future)।

প্রধান সাফল্য

১. নয়াদিল্লি ঘোষণা (New Delhi Leaders' Declaration)

- সদস্য দেশগুলির মধ্যে ঐকমত্য তৈরি হয়।
- টেকসই উন্নয়ন ও বিশ্ব অর্থনীতির উন্নতির ওপর জোর দেওয়া হয়।
- আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধির চেষ্টা করা হয়।

২. আফ্রিকান ইউনিয়নের স্থায়ী সদস্যপদ

ভারতের সভাপতিত্বে আফ্রিকান ইউনিয়ন G20-এর স্থায়ী সদস্য হয়। ফলে আফ্রিকার দেশগুলির বক্তব্য তুলে ধরার সুযোগ বাড়ে।

৩. Global Biofuels Alliance

ভারত, ব্রাজিল ও যুক্তরাষ্ট্রের উদ্যোগে এই জোট চালু হয়। এর উদ্দেশ্য হলো জৈব জ্বালানির ব্যবহার বাড়ানো এবং পরিচ্ছন্ন জ্বালানির উন্নয়ন করা।

৪. India–Middle East–Europe Economic Corridor (IMEC)

ভারত, মধ্যপ্রাচ্য ও ইউরোপের মধ্যে বাণিজ্য ও যোগাযোগ বাড়ানোর জন্য এই অর্থনৈতিক করিডরের ঘোষণা করা হয়।

৫. Digital Public Infrastructure (DPI)

ভারত আধার, UPI, DigiLocker ও CoWIN-এর মতো ডিজিটাল ব্যবস্থার উদাহরণ তুলে ধরে।

এর মাধ্যমে ডিজিটাল পরিষেবা, আর্থিক অন্তর্ভুক্তি ও সরকারি পরিষেবা সহজ করার গুরুত্ব তুলে ধরা হয়।

৬. পরিবেশ ও টেকসই উন্নয়ন

Mission LiFE-এর মাধ্যমে পরিবেশবান্ধব জীবনযাপন, পরিচ্ছন্ন জ্বালানি এবং প্রাকৃতিক সম্পদের সঠিক ব্যবহারের ওপর জোর দেওয়া হয়।

৪. ২০২৫ সালের G20 সম্মেলন

২০২৫ সালে দক্ষিণ আফ্রিকা G20-এর সভাপতিত্ব করে। এটি আফ্রিকা মহাদেশে প্রথম G20 নেতৃবৃন্দের সম্মেলন ছিল।

প্রধান আলোচ্য বিষয়গুলি ছিল:

- বিশ্ব অর্থনীতি: অর্থনৈতিক বৃদ্ধি ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বাড়ানো।
- ঋণ সমস্যা: ঋণগ্রস্ত উন্নয়নশীল দেশগুলিকে সহায়তা করা।
- জলবায়ু অর্থায়ন: পরিবেশ রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করা।
- পরিচ্ছন্ন জ্বালানি: সৌরশক্তি, সবুজ হাইড্রোজেন ও অন্যান্য নবায়নযোগ্য শক্তির ব্যবহার বাড়ানো।
- বিশ্ব শাসনব্যবস্থার সংস্কার: রাষ্ট্রসংঘ, IMF ও বিশ্বব্যাঙ্কের মতো প্রতিষ্ঠানকে আরও প্রতিনিধিত্বমূলক করা।
- কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI): প্রযুক্তির নিরাপদ ও দায়িত্বশীল ব্যবহার নিশ্চিত করা।
- খাদ্য নিরাপত্তা: কৃষি ও খাদ্য সরবরাহব্যবস্থার উন্নতি করা।

ভারত এই আলোচনাগুলিতে উন্নয়নশীল দেশগুলির স্বার্থ, ডিজিটাল প্রযুক্তি, জলবায়ু অর্থায়ন ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ওপর গুরুত্ব দিয়েছে।

৫. ভারতের কাছে G20-এর গুরুত্ব (Significance for India)

১. বিশ্বে ভারতের নেতৃত্ব বৃদ্ধি

G20-এর মাধ্যমে ভারত আন্তর্জাতিক সমস্যাগুলি নিয়ে আলোচনা করতে পারে এবং উন্নয়নশীল দেশগুলির পক্ষে বক্তব্য রাখতে পারে।

ভারত উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলির মধ্যে সেতুর মতো কাজ করার চেষ্টা করে।

২. অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও বাণিজ্য

G20-এর মাধ্যমে ভারত—

- বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণ করতে পারে।
- আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বাড়াতে পারে।
- শিল্প ও উৎপাদন ক্ষেত্রে উন্নতি করতে পারে।
- আন্তর্জাতিক বাজারে ভারতীয় পণ্যের সুযোগ বাড়াতে পারে।
- নতুন কর্মসংস্থান তৈরির সুযোগ পেতে পারে।

৩. জলবায়ু পরিবর্তন ও জ্বালানি নিরাপত্তা

ভারত G20-এর মাধ্যমে পরিচ্ছন্ন জ্বালানি, জলবায়ু অর্থায়ন ও প্রযুক্তি হস্তান্তরের দাবি জানায়।

এর ফলে ভারতের পক্ষে অর্থনৈতিক উন্নয়ন বজায় রেখে পরিবেশ রক্ষার প্রচেষ্টা চালানো সহজ হয়।

৪. ডিজিটাল প্রযুক্তির প্রসার

ভারত আধার, UPI ও অন্যান্য ডিজিটাল পরিষেবার মাধ্যমে নিজের প্রযুক্তিগত সাফল্য তুলে ধরতে পারে।

G20-এর সাহায্যে ভারত অন্যান্য দেশের সঙ্গে ডিজিটাল প্রযুক্তি ও AI নিয়ে সহযোগিতা বাড়াতে পারে।

৫. আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সংস্কার

ভারত চায়, রাষ্ট্রসংঘ, IMF ও বিশ্বব্যাঙ্কের মতো প্রতিষ্ঠানে উন্নয়নশীল দেশগুলি আরও বেশি প্রতিনিধিত্ব পাক।

G20 এই দাবি তুলে ধরার একটি গুরুত্বপূর্ণ মঞ্চ।

৬. Global South-এর স্বার্থ রক্ষা

Global South বলতে সাধারণভাবে এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার বহু উন্নয়নশীল দেশকে বোঝায়।

ভারত এই দেশগুলির জন্য—

- সহজ শর্তে ঋণ ও উন্নয়নের অর্থের ব্যবস্থা।
- জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় আর্থিক সাহায্য।
- উন্নত প্রযুক্তিতে প্রবেশের সুযোগ।
- খাদ্য ও জ্বালানি নিরাপত্তা।
- আন্তর্জাতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে বেশি ভূমিকা।

নিশ্চিত করার পক্ষে বক্তব্য রাখে।

৬. G20-এর সামনে প্রধান সমস্যা (Challenges)

১. আন্তর্জাতিক সংঘাত: রাশিয়া-ইউক্রেন সংঘাত এবং পশ্চিম এশিয়ার অস্থিরতা সদস্য দেশগুলির মধ্যে মতবিরোধ বাড়ায়।

২. ঐকমত্যের সমস্যা: সব দেশ একমত না হলে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া কঠিন হয়।

৩. জলবায়ু অর্থায়ন: উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলির মধ্যে জলবায়ু পরিবর্তনের দায়িত্ব ও অর্থের ব্যবস্থা নিয়ে মতভেদ রয়েছে।

৪. ঋণের বোঝা: অনেক উন্নয়নশীল দেশ বিদেশি ঋণের চাপে রয়েছে।

৫. সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অভাব: G20-এর সিদ্ধান্ত আইনত বাধ্যতামূলক নয়। তাই সদস্য দেশগুলি সব প্রতিশ্রুতি সময়মতো পালন নাও করতে পারে।

৬. ধনী ও দরিদ্র দেশের বৈষম্য: বিশ্ব অর্থনীতির সুবিধা সব দেশ সমানভাবে পায় না।

৭. ভবিষ্যতের করণীয় (Way Forward)

- আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি: দেশগুলির মধ্যে আলোচনা ও সহযোগিতা বাড়াতে হবে।
- সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন: সম্মেলনে গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবে কার্যকর হচ্ছে কি না, তা পর্যবেক্ষণ করতে হবে।
- উন্নয়নশীল দেশকে সাহায্য: জলবায়ু অর্থায়ন, প্রযুক্তি ও উন্নয়নের জন্য আর্থিক সাহায্য বাড়াতে হবে।
- টেকসই উন্নয়ন: অর্থনৈতিক বৃদ্ধির পাশাপাশি পরিবেশ রক্ষা করতে হবে।
- ডিজিটাল সহযোগিতা: AI, সাইবার নিরাপত্তা ও ডিজিটাল পরিষেবা নিয়ে যৌথভাবে কাজ করতে হবে।
- বিশ্ব শাসনব্যবস্থার সংস্কার: আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলিতে উন্নয়নশীল দেশগুলির প্রতিনিধিত্ব বাড়াতে হবে।

৮. উপসংহার (Conclusion)

G20 হলো বিশ্ব অর্থনীতি ও আন্তর্জাতিক উন্নয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ মঞ্চ। ভারতের কাছে এটি অর্থনৈতিক উন্নয়ন, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা এবং বিশ্বে নিজের নেতৃত্ব বাড়ানোর একটি বড় সুযোগ।

২০২৩ সালের সভাপতিত্বের মাধ্যমে ভারত উন্নয়নশীল দেশগুলির স্বার্থ তুলে ধরেছে এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধির চেষ্টা করেছে।

সুতরাং, G20 ভারতের অর্থনৈতিক ও কূটনৈতিক স্বার্থ রক্ষা এবং একটি আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক বিশ্ব গড়ে তোলার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

G20-এর ভূ-রাজনৈতিক গুরুত্ব (Geopolitical Importance of G20)

G20 হলো বিশ্বের প্রধান উন্নত ও উন্নয়নশীল অর্থনীতিগুলির একটি মঞ্চ। এখানে দেশগুলি অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক রাজনীতি, নিরাপত্তা ও বিশ্বশাসন নিয়ে আলোচনা করে। তাই G20 শুধু অর্থনৈতিক সংগঠন নয়, এটি বিশ্ব রাজনীতিতে প্রভাব বিস্তারেরও একটি গুরুত্বপূর্ণ মঞ্চ।

G20-এর ভূ-রাজনৈতিক গুরুত্ব

1. বিশ্ব রাজনীতিতে প্রভাব বৃদ্ধি: G20-এর মাধ্যমে প্রধান শক্তিধর দেশগুলি আন্তর্জাতিক সমস্যা ও নীতিনির্ধারণ নিয়ে আলোচনা করে।

2. উন্নয়নশীল দেশগুলির প্রতিনিধিত্ব: ভারতসহ অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশগুলি Global South-এর সমস্যা, যেমন দারিদ্র্য, ঋণ, জলবায়ু পরিবর্তন ও উন্নয়নের দাবি তুলে ধরতে পারে।

3. বিশ্বশক্তিগুলির মধ্যে সহযোগিতা: আমেরিকা, চিন, রাশিয়া, ভারত ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের মতো শক্তিগুলি একই মঞ্চে আলোচনা করতে পারে। এর ফলে মতবিরোধ কমানোর সুযোগ তৈরি হয়।

4. বিশ্বশাসনের সংস্কার: ভারত G20-এর মাধ্যমে রাষ্ট্রসংঘ (UN), IMF ও বিশ্বব্যাঙ্কের মতো আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানে উন্নয়নশীল দেশগুলির প্রতিনিধিত্ব বাড়ানোর দাবি জানায়।

5. বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক প্রভাব: G20-এর আলোচনা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, বিনিয়োগ, সরবরাহ ব্যবস্থা এবং অর্থনৈতিক সম্পর্ককে প্রভাবিত করতে পারে।

6. জ্বালানি ও খাদ্য নিরাপত্তা: তেল, গ্যাস, খাদ্যশস্য ও গুরুত্বপূর্ণ খনিজের সরবরাহ নিয়ে দেশগুলির সহযোগিতা বাড়ানোর সুযোগ তৈরি হয়।

7. জলবায়ু কূটনীতি: জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা, নবায়নযোগ্য শক্তি এবং উন্নয়নশীল দেশগুলির জন্য জলবায়ু অর্থায়ন নিয়ে আলোচনা হয়।

8. কৌশলগত যোগাযোগ ও সংযোগ: পরিবহণ, বন্দর, রেলপথ ও বাণিজ্য করিডর উন্নয়নের মাধ্যমে দেশগুলির কৌশলগত সম্পর্ক শক্তিশালী হতে পারে।

9. ভারতের কূটনৈতিক গুরুত্ব বৃদ্ধি: ২০২৩ সালে ভারতের G20 সভাপতিত্ব ভারতের আন্তর্জাতিক পরিচিতি বৃদ্ধি করে। ভারত উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলির মধ্যে সেতুবন্ধন তৈরির চেষ্টা করে।

10. আন্তর্জাতিক সংঘাত নিয়ে আলোচনা: রাশিয়া-ইউক্রেন সংঘাতের মতো আন্তর্জাতিক সমস্যায় সদস্য দেশগুলি নিজেদের মতামত তুলে ধরতে পারে এবং আলোচনার মাধ্যমে সহযোগিতার পথ খুঁজতে পারে।

G20-এর ভূ-রাজনৈতিক গুরুত্ব: উপসংহার

G20 বিশ্ব রাজনীতিতে বিভিন্ন দেশের মধ্যে সহযোগিতা, প্রতিযোগিতা ও ক্ষমতার ভারসাম্য বজায় রাখার একটি গুরুত্বপূর্ণ মঞ্চ। এটি ভারতের মতো দেশকে আন্তর্জাতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে নিজের মতামত তুলে ধরার সুযোগ দেয়। তবে সদস্য দেশগুলির মধ্যে মতবিরোধ এবং সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের সীমাবদ্ধতার কারণে G20-এর সব উদ্যোগ সফল হয় না।